সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা (Marine Fisheries Rules), ২০২১ (খসড়া)

সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ৬২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ।- এই বিধিমালা সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা (Marine Fisheries Rules), ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(১) "আইন" অর্থ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন ২০২০ (২০২০ সনের ১৯ নং আইন);

(২) "ইলেক্ট্রনিক চার্ট প্লটার (Electronic Chart Plotter)" অর্থ বিশেষ সফ্‌টওয়্যার সম্বলিত কম্পিউটার বা কম্পিউটারের অনুরূপ মেরিন ডিভাইসকে বুঝাইবে যাহা ইলেক্ট্রনিক নটিক্যাল চার্ট, GPS, AIS, র‍্যাডার, ইকো-সাউন্ডার ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি মৎস্য নৌযানকে চলাচলে সহায়তা প্রদান করিয়া থাকে;

(৩) "ক্রাস্টাশিয়া (Crustacea)" অর্থ আর্থোপোডা (Arthropoda) পর্বের ক্রাস্টাশিয়া (Crustacea) উপ-পর্বভুক্ত সন্ধিপদযুক্ত জলজ অমেরুদন্ডী সকল প্রাণীকে বুঝাইবে যাহাদের শরীর সাধারণত খোলস (Shell) দ্বারা আবৃত থাকে;

(৪) "জিও ফেন্স (Geo Fence)" অর্থ এমন সকল ভৌগোলিক বা কাল্পনিক বা ভার্চুয়াল সীমা রেখাকে বুঝাইবে যাহা অতিক্রম করিলে বিশেষ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতিক্রম করার ঘটনা বা অতিক্রমনকারী মৎস্য নৌযানকে সনাক্ত করা সম্ভব হইবে;

(৫) "জিপিএস ডাটা লগার" অর্থ বহনযোগ্য এমন ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা যন্ত্রকে বুঝাইবে যাহা GPS বা অনুরূপ স্যাটেলাইট সিগনাল হইতে প্রাপ্ত নৌযানের অবস্থান, বেগ (velocity), গতির দিক (heading) ইত্যাদি তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত বিরতিতে সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে পারে;

(৬) "ট্রান্সপন্ডার (Transponder)" অর্থ VMS, AIS এবং অনুরূপ অন্যান্য যান্ত্রিক ব্যবস্থার যে যন্ত্রাংশ বিশেষ উদ্দেশ্যে ও বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বেতার তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে সক্ষম;

(৭) "তপশিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তপশিল;

(৮) "ধারা" অর্থ সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন ২০২০ এর কোন ধারা;

(৯) ''পর্যবেক্ষক (Observer)'' অর্থ স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ বা পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য মৎস্য নৌযানে অবস্থানরত কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ;

(১০) ''পার্স সেইন (Purse seine)'' অর্থ পেলাজিক বা সাগরের উপরিস্তরে বিচরণকারী মাছ ধরার এমন সব বেড় আকৃতির জাল যাহা ফ্লোট লাইন এবং ষ্টিলের তারের সাহায্যে দীর্ঘ দেয়াল বা প্রাচীর তৈরীপূর্বক মাছের ঝাঁককে অভ্যন্তরে রাখিয়া ঘেরাও বা অবরুদ্ধ করিয়া ধরা হয়;

(১১) "পার্স সেইনার (Purse seiner)" অর্থ পার্স সেইন ব্যবহার করিয়া মৎস্য আহরণে নিয়োজিত বাণিজ্যিক ট্রলার;

(১২) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার তপশিলে বর্ণিত কোন ফরম;

(১৩) "ফি" অর্থ এই বিধিমালার তপশিলে বর্ণিত ফি;

(১৪) "ফিন ফিশ (Fin fish)" মাছ অর্থাৎ pisces শ্রেণীভুক্ত সকল প্রাণীকে বুঝাইবে যাহারা শীতল রক্তবিশিষ্ট, জলজ, মেরুদন্ডী, সাধারণত পাখনার সাহায্যে চলাফেরা বা সাঁতার কাটে এবং ফুলকা দ্বারা শ্বসন কার্য পরিচালনা করে;

(১৫) "ফিশিং চার্ট (Fishing Chart)" অর্থ মৎস্য নৌযানসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সহকারে প্রস্তুত ইলেকট্রনিক নটিক্যাল চার্ট-কে বুঝাইবে, যাহার দ্বারা মৎস্য নৌযানসমূহ নিজের অবস্থান, সমুদ্রের গভীরতা এবং মৎস্য আহরণ ও বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য সার্বক্ষনিক চার্ট প্লটার যন্ত্রের সাহায্যে অবগত হইতে পারিবে;

(১৬) "বড়শি (Hook & Line; Pole & Line)'' অর্থ এমন ধরনের মাছ ধরার গিয়ার বা সরঞ্জাম কে বুঝাইবে যাহাতে দন্ডের সাথে সংযুক্ত রশিতে টোপযুক্ত এক বা একাধিক বড়শি সংযুক্ত থাকে এবং টোপে আকৃষ্ট হইয়া বরশিতে আটকাইয়া মাছ ধরা বা শিকার করা হয়;

(১৭) "বাই-ক্যাচ" অর্থ এমন অন্যান্য সকল ধৃত মাছ বা সামুদ্রিক জীবকে বুঝাইবে যাহারা প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বিবেচিত (targetted) মৎস্য প্রজাতির সাথে অনাকাঙ্খিত হিসাবে জাল বা অন্য মাছ ধরার সরঞ্জামে (gear) ধরা পড়ে;

(১৮) "বেহুন্দি জাল (Set bag net)" অর্থ ট্রল জাল বা ব্যাগের আকৃতিতে প্রস্তুত এমন ধরনের মাছ ধরার জাল যাহা সমুদ্রে খুঁটির সাহায্যে ব্যাগের মুখ খোলা অবস্থায় পাতিয়া রাখা হয়, এবং জোয়ার-ভাটায় সৃষ্ট স্রোতের টানে মাছ জালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধরা পড়ে;

(১৯) "ভাসান জাল (Gill net)" অর্থ মাল্টিফিলামেন্ট নাইলন সুতা দিয়া তৈরী এমন সব প্রাচীর বা দেওয়াল সদৃশ মাছ ধরার জাল যাহা জালের ওপরের অংশে কিছু দূর পর পর সংযুক্ত ফ্লোট বা কর্ক বা শোলার সাহায্যে জলাশয়ের উপরিস্তরে নিমজ্জিত অবস্থায় ঝুলিয়া থাকে এবং জালের ফাঁসে কানকো (Gill cover) জড়াইয়া মাছ ধরা পড়ে;

(২০) "লং লাইন (Longline)" অর্থ এমন সব মাছ ধরার সরঞ্জাম যাহাতে লম্বা রশির (line; main line) সহিত কিছু দূর পর পর শাখা রশির (branch line) মাধ্যমে টোপযুক্ত বড়শি সংযুক্ত থাকে এবং টোপে আকৃষ্ট হইয়া বরশিতে আটকাইয়া মাছ ধরা বা শিকার করা হয়;

(২১) "লং লাইনার (Long Liner)" লং লাইন ব্যবহার করিয়া মৎস্য আহরণে নিয়োজিত বাণিজ্যিক ট্রলার;

(২২) "সোনার (SONAR)" অর্থ এমন সব যন্ত্রকে বুঝাইবে যাহার সাহায্যে শব্দতরঙ্গ ও তাহার প্রতিধ্বনিকে ব্যবহার করিয়া সমুদ্রের পানিতে অবস্থিত অদৃশ্য বস্তু ও মাছকে সণাক্ত করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাপ করা সম্ভব হয়;

(২৩) "শেল ফিশ (Shell fish)" অর্থ মলাস্কা ও ইকাইনোডার্মাটা পর্ব এবং ক্রাস্টাশিয়া উপপর্বভুক্তসকল জলজ প্রাণীকে বুঝাইবে, যাহাদের শরীর সাধারনত খোলস বা শেল দ্বারা আবৃত থাকে; তবে উল্লেখ থাকে যে, মলাস্কা পর্বের প্রাণী হওয়ায় অক্টোপাস, কাটল ফিশ এবং স্কুইডসমূহ খোলস না থাকা সত্ত্বেও শেল ফিশ হিসাবে গণ্য করা হয়;

(২৪) "AIS (Automatic Identification System)" অর্থ মৎস্য নৌযানের অবস্থান, গতি ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য মৎস্য নৌযানে স্থাপিত এমন সকল যন্ত্র ও যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুঝাইবে যাহা সংশ্লিষ্ট নৌযানের অবস্থানের তথ্য বিশেষ বেতার তরঙ্গে সার্বক্ষণিক সম্প্রচার ও গ্রহণ করিয়া থাকে যাহাতে নিকটবর্তী অপর AIS বহনকারী নৌযানসমূহ পরস্পরকে সণাক্ত করিতে সক্ষম হয়;

(২৫) "VMS (Vessel Monitoring System)" অর্থ মৎস্য নৌযানের অবস্থান, গতি ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য মৎস্য নৌযানে স্থাপিত বিশেষ ধরনের যন্ত্র ও যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুঝাইবে যাহা সাধারণত কৃত্রিম উপগ্রহ বা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমে জাহাজের অবস্থানের তথ্য নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে নিয়মিত বিরতিতে প্রেরণ করিবে;

৩। **সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা** ।- এই আইন ও বিধি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায়-

ক) আর্টিসানাল ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে বেহুন্দী জাল (Set Bag Net) দ্বারা মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র হইবে ফিশিং চার্টে নির্দেশিত ১০ হইতে ৪০ মিটার গভীরতা অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত জিও ফেন্স পর্যন্ত;

খ) আর্টিসানাল ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে বড়শী (Hooks and Lines) দ্বারা মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র হইবে ফিশিং চার্টে নির্দেশিত ৪০ মিটার গভীরতা অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত জিও ফেন্স পর্যন্ত;

গ) আর্টিসানাল ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ভাসান জাল (Drift Net) ও বড় ভাসান জাল (Large Drift Net) দ্বারা ইলিশ এবং অনুরূপ ধরনের মাছ শিকারের ক্ষেত্র হইবে ফিশিং চার্টে নির্দেশিত ৪০ মিটার গভীরতা অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত জিও ফেন্স পর্যন্ত;

ঘ) বাণিজ্যিক ট্রলার (ট্রলিং) দ্বারা মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র হইবে ফিশিং চার্টে নির্দেশিত ৪০ মিটারের অধিক গভীরতায় অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত জিও ফেন্স এর গভীরতর এলাকায়;

ঙ) লং লাইনার (Long Liner) এবং পার্স সেইনার (Purse Seiner) দ্বারা সামুদ্রিক জলাশয়ে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র হইবে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকার ২০০ মিটারের অধিক গভীরতায় এবং আর্ন্তজাতিক জলসীমায়;

৪। **নৌযানের শ্রেণি ও সংখ্যা** ।- এই আইন ও বিধি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায়-

(১) বাণিজ্যিক ট্রলারসমূহকে নিম্নরূপে ভাগ করা হইল-

(ক) ট্রলার যথা চিংড়ি, মিডওয়াটার ও বটম ট্রলার,

(খ) পার্স সেইনার এবং

(গ) লংলাইনার;

(২) বর্তমান ট্রলার বহরে নিয়োজিত সকল বটম ট্রলারকে আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে মিড-ওয়াটার ট্রলারে রুপান্তর করিতে হইবে;

(৩) কাঠ-বডির নতুন কোন ট্রলার নির্মাণবা আমদানীর অনুমতি বা লাইসেন্স প্রদান করা হইবে না;

(৪) অস্তিত্ববিহীন কোন বাণিজ্যিক ট্রলারের বিপরীতে নতুনভাবে ট্রলার নির্মাণ বা আমদানীর অনুমতি বা লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না;

(৫) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সর্বোচ্চ আহরণ পর্যায় বজায় রাখিবার নিমিত্ত কোন ট্রলার এর বিপরীতে প্রতিস্থাপন বা নতুন করিয়া কোন বাণিজ্যিক ট্রলার আমদানি করা যাইবে না;

(৬) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সর্বোচ্চ আহরণ পর্যায় বজায় রাখিবার নিমিত্ত নতুন কোন বাণিজ্যিক ট্রলার (চিংড়ি, মিডওয়াটার ও বটম) আমদানি বা নির্মাণ বা লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না;

(৭) মজুদ জরিপের ওপর ভিত্তি করিয়া সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা মৎস্য নৌযানের সংখ্যা নির্ধারণ করিবে;

৫। **মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা** ।-

(১) সামুদ্রিক মৎস্যের নিরাপদ প্রজনন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণের নিমিত্ত বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় প্রতি বছর ২০ মে হইতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত সময়ে সকল প্রকার মৎস্য নৌযান দ্বারা যে কোন প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ;

(২) ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে প্রতি বছর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে সরকার নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় সকল প্রকার মৎস্য নৌযান দ্বারা ইলিশসহ সকল প্রজাতির মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ;

(৩) জাটকা অথবা অন্য কোন প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে সরকার নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে কোন মৎস্য নৌযান দ্বারা সরকার ঘোষিত জাটকা অথবা অন্য কোন প্রজাতির নির্ধারিত আকারের মৎস্য আহরণের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা পালন করিতে হইবে;

তবে, নিষেধাজ্ঞা চলাকালে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণকালে বাইক্যাচ হিসেবে আহরিত সরকার ঘোষিত নিষিদ্ধ মৎস্যের পরিমান উল্লেখপূর্বক আগমনীবার্তায় পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত আহরিত মৎস্য কোন ক্রমেই বিক্রয় বা সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া যাইবে না । ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে মাছ খালাস করিতে হইবে ও পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী অনুমোদিত এতিমখানা বা দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে ।

(৪) সরকার বা পরিচালকের অনুমতিপ্রাপ্ত দেশী বা বিদেশী গবেষণা জাহাজ কর্তৃক গবেষণা বা উপাত্ত সংগ্রহের জন্য জরীপ পরিচালনার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১), (২) ও (৩)-এর নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না ।

(৫) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩)-এর নিষেধাজ্ঞা সরকার ঘোষিত মেরিকালচার এলাকায় মেরিকালচারের আওতায় চাষকৃত মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১), (২) ও (৩)-এর নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না । তবে, নিষেধাজ্ঞাকালে মেরিকালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে, মৎস্য নৌযান ব্যবহারের জন্য পরিচালকের পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক পরিচালক কর্তৃক মনোনিত একজন পর্যবেক্ষক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে ।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী অনুমতি গ্রহণের জন্য মেরিকালচার পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে মৎস্য আহরণের কমপক্ষে সাত দিন পূর্বে পরিচালক বরাবর তপশিল ১ এ বর্ণিত ফরম ১ অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে । উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, পরিচালক উক্ত আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই ও মেরিকালচারের মৎস্যের উৎপাদন, আকার, বাজারজাত করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিবেচনাকরতঃ সন্তুষ্ট হইলে আবেদনকারীকে লিখিত অনুমতি প্রদান করিবেন এবং তিনি উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট মেরিকালচারের মৎস্য আহরণ সঙ্গত না মনে করিলে কারণসহ লিখিতভাবে আবেদনকারীকে জানাইবেন ।

৬। **আইইউইউ (IUU) ক্যাচ সার্টিফিকেট** ।-

(১) রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমা হইতে আহরিত মৎস্যসমূহ অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত (IUU) নয় মর্মে ক্যাচ সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ এর ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী লাইসেন্সপ্রাপ্ত মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বা প্যাকিং সেন্টার বা রপ্তানিকারক তপশিল-৩ (১) এ বর্ণিত নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-২ অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন;

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী 'আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেট' এর জন্য আবেদনপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট মৎস্যের সার্টিফাইড ক্যাচ বিবরণী ও তপসিল ৩(১)এ বর্ণিত নির্ধারিতে ফি পরিশোধের চালান এবংপ্রক্রিয়াজাতকৃত/রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের প্রজাতিভিত্তিক আকার ও পরিমানসহ বিবরণ, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ অনুযায়ী প্রাপ্ত লাইসেন্সের ও রপ্তানির অনাপত্তিপত্রের অনুলিপি এবং মহাপরিচালক নির্ধারিত অন্যান্য ডকুমেন্টসমূহ অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে;

(৩) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে পরিচালক, পরিদর্শকের নিম্নে নহে এরুপ যে কোন কর্মকর্তাকে আহরিত সামুদ্রিক মৎস্য এবং এ সম্পর্কিত তথ্যাদি যাচাই বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করিবেন;

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মকর্তা ৪ (চার) কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনপত্র ও তৎসঙ্গে প্রাপ্ত ডকুমেন্টসমূহ এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের তথ্যাদি যাচাই বাছাই পূর্বক পরিচালকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন;

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে পরিচালক ৩(তিন) কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে 'আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেট' ইস্যু করিবেন এবং উহার অনুলিপি মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আমদানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র মারফত বা ই-মেইলযোগে প্রেরণ করিবেন;

(৬) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন ও উপ-বিধি (২) অনুযায়ী উহার সাথে দাখিলকৃত অন্যান্য ডকুমেন্টসমূহ এবং উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া সন্তুষ্ট না হইলে বা নির্ধারিত কোন ডকুমেন্ট পাওয়া না গেলে, পরিচালক 'আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেট' প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবেন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে 'আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেট' প্রদান না করিবার কারণসহ আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইবেন ও উহার অনুলিপি মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক (মৎস্য প রিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) এর নিকট প্রেরণ করিবেন ।

(৭) যুক্তিসঙ্গত কারণে উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী ইস্যুকৃত আইইউইউ ক্যাচ সার্টিফিকেট সংশোধন করিতে হইলে কারণ উল্লেখসহ তপশিল-৩(১) এ বর্ণিত নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-২ অনুযায়ী পরিচালক বরাবর পুনরায় আবেদন করিতে হইবে;

(৮) উপ-বিধি (৭) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন যাচাই ও পর্যালোচনান্তে সন্তোষজনক হইলে, আবেদন প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে পরিচালক সংশোধিত 'আইইউইউ ক্যাচ সনদপত্র' ইস্যু করিবেন এবং উহার অনুলিপি মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আমদানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র মারফত বা ই-মেইলযোগে প্রেরণ করিবেন । পরিচালক সন্তুষ্ট না হইলে তাহা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন এবং উহার অনুলিপি মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) কে প্রেরণ করিবেন;

(৯) উপ-বিধি (৫) বা (৭) অনুযায়ী ইস্যুকৃত 'আইইউইউ ক্যাচ সনদপত্র' হারাইয়া গেলে বা পুড়িয়া গেলে বা চুরি হইলে বা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বিনষ্ট হইলে তাহা নিকটস্থ থানায় অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত জিডি এন্ট্রির প্রমাণকসহ ডুপ্লিকেট 'আইইউইউ ক্যাচ সনদপত্র'-এর জন্য কারণ উল্লেখসহ তপশিল-৩ (১) এ বর্ণিত নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-২ অনুযায়ী পরিচালক বরাবর আবেদন করিতে হইবে । উক্ত আবেদনপত্র পর্যালোচনা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে, পরিচালক ডুপ্লিকেট 'আইইউইউ ক্যাচ সনদপত্র' ইস্যু করিবেন এবং উহার অনুলিপি মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আমদানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র মারফত বা ই-মেইলযোগে প্রেরণ করিবেন ।

৭। **পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন** ।- মৎস্য সম্পদের সর্বোচ্চ টেকসই উৎপাদন (Maximum sustainable yield) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে-

(১) VMS, AIS ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র সংযোজন-

(ক) প্রতিটি বাণিজ্যিক ট্রলার (স্থানীয় ও বিদেশি) মালিককে নিজ অর্থায়নে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী VMS ট্রান্সপন্ডার, AIS ট্রান্সপন্ডার এবং অনুমোদিত ফিশিং চার্টসহ ইলেক্ট্রনিক চার্ট প্লটার স্থাপন করিতে হইবে। স্থাপিত VMS ট্রান্সপন্ডার এবং ইলেক্ট্রনিক চার্ট প্লটার সমুদ্র যাত্রার শুরু হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত এবং AIS ট্রান্সপন্ডার সার্বক্ষনিক চালু রাখিবে;

(খ) প্রতিটি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মালিককে নিজ অর্থায়নে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী AIS ট্রান্সপন্ডার এবং জিপিএস ডাটা লগার স্থাপন করিতে হইবে এবং স্থাপিত AIS সার্বক্ষনিক চালু রাখিতে হইবে ও জিপিএস ডাটা লগার সমুদ্রযাত্রার শুরু থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত চালু রাখিবে;

(গ) উপ-বিধি ১ (ক) ও (খ) এ নির্দেশিত সকল ধরনের ট্রান্সপন্ডার, চার্ট প্লটার ও জিপিএস ডাটা লগার কার্যকর রাখিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নৌযান মালিক বা সংস্থার;

তবে শর্ত থাকে যে - (i) সমুদ্রে থাকা অবস্থায় VMS বা AIS বন্ধ হইলে তাৎক্ষণিক সমুদ্রযাত্রা স্থগিত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের ০২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে সন্তোষজনক প্রমাণকসহ VMS/AIS অকার্যকর/বন্ধ থাকার কারণ এবং পুনরায় তাহা চালু হইবার সম্ভাব্য সময় উল্লেখ করিয়া পরিচালক বরাবরে তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-৩ অনুসারে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে; (ii) সমুদ্রযাত্রা সম্পন্ন হইবার০২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে ইলেকট্রনিক জিপিএস ট্র্যাকলগ নির্দেশিত ফাইল ফর্ম্যাটে ইলেকট্রনিক স্টোরেজ মিডিয়ামে (সিডি, মেমোরি কার্ড, ফ্লাশ ড্রাইভ ইত্যাদি) অথবা নির্দেশিত ই-মেইলে বা ওয়েবসাইটে ফাইল অ্যাটাচমেন্ট/ফাইল আপলোড হিসাবে পাঠাইবে;

(ঘ) কোন মৎস্য নৌযান VMS এবং AIS ইচ্ছাকৃত বন্ধ/অকার্যকর রাখিলে বা সিস্টেম/ডাটায় কোনো রূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন(টেম্পারিং) করিতেবা করিয়া মৎস্য আহরণ করিতে পারিবেনা;

(ঙ) VMS, AIS, জিপিএস, চার্ট প্লটার ট্র্যাক ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত ইলেক্ট্রনিক ডাটা বাংলাদেশের আইনে গ্রহণযোগ্য/আমলযোগ্য আলামত হিসেবে স্বীকৃত হইবে;

(চ) দুইটি যন্ত্র বা পদ্ধতিতে সংগৃহীত ডাটার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হইলে নিম্ন ক্রমানুসারে একটি যন্ত্রের ওপর অপর যন্ত্রের ডাটার গ্রহণযোগ্যতা (supersedence) নির্ধারিত হইবে- চার্ট প্লটার >VMS>AIS>জিপিএস ড্যাটা লগার> অপর কোন যন্ত্র/পদ্ধতি;

(২) সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল বাণিজ্যিক ট্রলারে VMS ও AIS এবং সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে AIS সংযোজন নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) **সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন**। - মহাপরিচালক উপকূলীয় অঞ্চলের উপযুক্ত স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৪) **জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার (JMC)**। - মহাপরিচালক পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান (MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে এক বা একাধিক জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার (JMC) স্থাপন করিবেন এবং জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার (JMC) এর কর্মপরিধি নির্দেশিকা বা গাইডলাইন আকারে প্রকাশ করিবেন।

(৫) **অবজারভারমোতায়েন** ।-

(ক)মহাপরিচালক যে কোন মৎস্য নৌযানে লিখিতভাবে অনবোর্ড অভজারভার মোতায়েন করিতে পারিবেন এবং অনবোর্ড অভজারভারের ভরনপোষন ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযান সংস্থা বা মালিক বহন করিবেন।

(খ) স্কিপার মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত অভজারভার বা অভজারভারগণকে তাহার বা তাহাদের দায়িত্ব পালনে পূর্ণ সহযোগিতা দিবেন;

(গ) অভজারভার বা অভজারভারগণ সমুদ্র যাত্রা শেষে মহাপরিচালক নির্দেশিত সময়ের মধ্যে তপসিল ১ এ বর্ণিত ফরম-৪ অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুতকরতঃ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংগৃহীত প্রমাণকসহ পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর দাখিল করিবেন ।

(৬) **মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Fisheries Management Plan)** । - মহাপরিচালক অংশীজনদের সম্পৃক্ত করিয়া সহ-ব্যবস্থাপনা (Co-management) পদ্ধতিতে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বা পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন করিবেন এবং উহা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

(৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমার মৎস্য সম্পদের, প্রজাতি ভিত্তিক বা সার্বিক, জরিপ পরিচালনা করিবেন এবং জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত মজুদের ওপর ভিত্তি করিয়া অনুমোদিত আহরণের পরিমান (Total Allowable Catch) বা অনুমোদিত আহরণ প্রচেষ্টা (Total Allowable Effort) নির্ধারণপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

(৮) স্কীপার, অফিসার, নাবিকদের পরিচয়পত্র । - মৎস্য আহরণে নিয়োজিত বাণিজ্যিক ট্রলারে কর্মরত জনবলদের তপশিল-৩ (২) এ বর্ণিত নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-৫ এ আবেদনের মাধ্যমে পরিচালক অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হইতে পরিচয় পত্র গ্রহণ করিতে হইবে ।

৮ । **লাইসেন্সের জন্য আবেদন ।** - আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা ১ এর অধীন মৎস্য নৌযানের মালিককে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে মৎস্য নৌযানের অনুকূলে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য তপশিল-৩ (৩) এ বর্ণিত নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-৬ অনুযায়ী নিম্ন বর্ণিত তথ্য সংযুক্ত পূর্বক পরিচালক বরাবরে আবেদন করিতে হইবে । যথা-

(১) (ক) আবেদনকারীর নাগরিকত্ব বা জাতীয়তা প্রমাণের সনদপত্র;

(খ) মৎস্য নৌযান আমদানি বা প্রস্তুতের বৈধ দলিলাদি;

(১) মৎস্য নৌযান স্থানীয় ভাবে প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদনপত্র;

(২) মৎস্য নৌযান স্থানীয় ভাবে প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নৌযানের জিএ প্ল্যান (ফিস হোল্ড ক্যাপাসিটিসহ) থাকিতে হইবে;

(৩) মৎস্য নৌযান আমদানির ক্ষেত্রে সকল প্রমানক (যেমন: আমদানির অনুমোদন পত্র, ইনভয়েস, চুক্তিপত্র, জিএ প্ল্যান, ইত্যাদি)

(৪) মৎস্য নৌযান (যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান ব্যতীত) আমদানির ক্ষেত্রে পুরাতন বা অন্য কোন দেশে ব্যবহার হয়ে থাকলে নৌযানটির ঐ দেশের সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন, সার্টিফিকেট অব ইন্সফেকশন, IMO No এবং জিএ প্ল্যান থাকিতে হইবে । আর্ন্তজাতিক ভাবে IUU ফিশিং এ অভিযুক্ত কোন মৎস্য নৌযান আমদানি করা যাইবে না;

(গ) স্থানীয় মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে নৌ বাণিজ্য দপ্তর কর্তৃক মৎস্য নৌযানের অনুকূলে জারীকৃত সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট অব ইন্সফেকশন এর কপি;

(ঘ) মৎস্য নৌযানের মালিকানা সংক্রান্ত সকল প্রমানক এবং মালিকের আয়কর সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট নিবন্ধন সনদ;

(ঙ) মৎস্য নৌযানের গ্রস টনেজ অনুযায়ী ফি পরিশোধের মূল চালান/রশিদ;

(চ) নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য-

(১) রেডিও কল সাইন (যদি থাকে);

(২) মৎস্য নৌযানের অবতরণের জন্য মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের নাম;

(৩) যে মৎস্য আহরণ করিবে, আহরণ পদ্ধতি এবং আহরণ যন্ত্রপাতির ধরন ও সংখ্যা, আহরণ পরিমাণ, আহরণ অঞ্চল ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে;

(৪) আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের স্পষ্টীকরণ বা সম্প্রসারণের জন্য পরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য তথ্য;

(২) বিদেশি মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ধারা ৯ (৩) এ চাহিত তথ্য ছাড়াও নিম্নলিখিত তথ্য অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে, যথা-

(ক) বিদেশি মৎস্য নৌযানের ফ্ল্যাগ রাষ্ট্র;

(খ) সকল প্রকার যোগাযোগ ও লেন-দেনের ব্যাপারে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য বিদেশি মালিক কর্তৃক নিয়োগকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্থানীয় এজেন্টের নাম ও ঠিকানা এবং উক্ত স্থানীয় এজেন্ট কর্তৃক বিদেশি মালিকের পক্ষে আইনগত এবং আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করিবার কর্তৃত্বের পরিধির সাক্ষ্য;

(৩) (ক) আবেদন প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে পরিচালক পরিদর্শকের নিম্নে নহে এরূপ যেকোন কর্মকর্তাকে বা ক্ষেত্র বিশেষ কোন কমিটি গঠন করিয়া এসম্পর্কিত তথ্যাদি যাচাই বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন;

(খ) নিযুক্ত কর্মকর্তা বা ক্ষেত্র বিশেষ কমিটি ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তথ্যাদি যাচাই বাছাই পূর্বক পরিচালকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন;

(গ) পরিচালক পরিদর্শনকৃত প্রতিবেদন সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ধারা ৮ অনুসরণপূর্বক বাণিজ্যিক ট্রলারের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে লাইসেন্স ইস্যু করিবেন;

(ঘ) বাণিজ্যিক ট্রলারের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদনের পর ধারা ৯ (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু করিবেন;

৯। **লাইসেন্স হস্তান্তর নিষিদ্ধ** ।- (১) বাণিজ্যিক ট্রলারের মালিকানা পরিবর্তন হইলে নতুন ফিশিং লাইসেন্স জারির নিমিত্ত পরিচালক বরাবর নিম্নবর্ণিত দলিলাদি/তথ্যাদি প্রদান পূর্বক ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই আবেদন করিবেন-

I. বিক্রয় দলিল;
II. লিমিটেড কোম্পানীর ক্রেতা-বিক্রেতার সংস্থার বোর্ড সভার রেজুলেশন;
III. মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্টান্ডিং (MOU);
IV. জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ফরম-১২;
V. ক্রেতা-বিক্রেতা সংস্থার আয়কর সনদ;
VI. ক্রেতা-বিক্রেতা সংস্থার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদ;
VII. ক্রেতা-বিক্রেতার জাতীয় পরিচয়পত্র;
VIII. ক্রেতা-বিক্রেতার সংস্থার ট্রেড লাইসেন্স;

(২) যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিচালক বরাবর নিম্নবর্ণিত দলিলাদি/তথ্যাদি প্রদান পূর্বক আবেদন করিতে হইবে-

I. বিক্রয় দলিল;
II. ক্রেতা-বিক্রেতার জাতীয় পরিচয়পত্র;
III. ক্রেতা-বিক্রেতার পাসপোর্ট সাইজের ছবি;
IV. নৌ বাণিজ্য দপ্তর কর্তৃক পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট অফ ইন্সপেকশন;
V. মালিকানা পরিবর্তনের ফি এর চালান/রশিদের কপি;

১০ । **লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন** ।- বাণিজ্যিক ট্রলারের লাইসেন্স ইস্যুর পর মেয়াদ হইবে চলতি বৎসরের ১ জানুয়ারি হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২ (দুই) বৎসর এবং নবায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মেয়াদ বহাল থাকিবে। যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে লাইসেন্স নবায়নের জন্য তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-৭ অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে। যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স এর মেয়াদ হইবে ইস্যু/নবায়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর। তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে নৌ বাণিজ্য দপ্তর কর্তৃক হালনাগাদকৃত সার্টিফিকেট অফ ইন্সপেকশন এর কপি সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

১১ । **লাইসেন্স নবায়নে অস্বীকৃতি** । - পরিচালক নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে লাইসেন্স নবায়নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন-

(ক) এ আইনের কোনো ধারা বা এই বিধিমালায় বর্ণিত লাইসেন্স এর কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে;

(খ) কোনো অসত্য তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপনপূর্বক লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া থাকিলে;

(গ) মৎস্য আহরণ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মৎস্য নৌযানটি ব্যবহার করিয়া থাকিলে;

(ঘ) লাইসেন্স হস্তান্তর বা বিক্রয় করিয়া থাকিলে;

(ঙ) মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে ।

১২ । **সকল লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী** ।- মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে:

(১) এই বিধিমালায় বর্ণিত বিধি ৩ ও ৪ অনুসরণ করিয়া মৎস্য আহরণ করিতে হইবে;

(২) (i) বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার কর্তৃক আহরিত মৎস্যের প্রজাতি, আকার ও পরিমান ট্রল ভিত্তিক সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ফিশিং লগ এ লিপিবদ্ধ করিবে;

(ii) যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ফিশিং লগ (তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-৮) এ আহরিত মৎস্যের প্রজাতি, আকার ও পরিমান লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(৩) মৎস্য আহরণ বা বহনের পদ্ধতি -

(i) লাইসেন্সে বর্ণিত মৎস্য আহরণের নির্ধারিত পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতি ব্যতিত মৎস্য আহরণ করা যাইবে না;

(ii) ফ্রিজার ট্রলার কর্তৃক আহরিত মৎস্যের ক্ষেত্রে প্রতি প্যাকেটে ট্রলারের নাম, মৎস্যের প্রজাতি, গ্রেড ও ভয়েজ নম্বর উল্লেখ থাকিবে এবং প্রতি প্যাকেটে মৎস্যের পরিমান থাকিবে সর্বোচ্চ ১৫ কেজি;

(iii) আইস ট্রলারে বরফ ও মৎস্যের সর্বনিম্ন অনুপাত ১:১ হইবে । প্রতি ঝুড়ি বা বাস্কেটের ধারণ ক্ষমতা হইবে বরফসহ সর্বোচ্চ ২৮ কেজি;

(iv) পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্ট মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ব্যতিত অন্য কোন স্থানে মৎস্য অবতরণ করা যাইবে না এবং মৎস্য আহরণরত অবস্থায় অথবা অনির্ধারিত স্থানে এক মৎস্য নৌযান হইতে অন্য মৎস্য নৌযানে আহরিত মৎস্য স্থানান্তর (Tranship ev offload) করা যাইবে না; বাজার বিবেচনায় বা অন্য কোন কারণে একের অধিক অবতরণকেন্দ্রে আংশিক মৎস্য অবতরণ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট অবতরণকেন্দ্রসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/কর্মকর্তার নিকট আংশিক অবতরণকৃত মৎস্যের হিসাব দাখিল করিতে হইবে;

(v) আহরিত মৎস্যের মধ্যে ছোট আকারের ফিন ফিশ বা ট্র্যাশ ফিস কোন ভাবেই সমুদ্রে নিক্ষেপ (Discards) করা যাইবে না;

(vi) বাই-ক্যাচ (By-catch) লাইসেন্স অথবা মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিল্পনায় বর্ণিত শতকরা হারের বেশী হইবে না;

(vii) প্রত্যেক চিংড়ি আহরণকারী মৎস্য নৌযান প্রতিটি মৎস্য আহরণ ট্রিপে ইহার মোট ক্যাচের (মাছ ধরার) কমপক্ষে ৩০% ফিন ফিশ ধরিবে এবং নির্দিষ্ট অবতরণ কেন্দ্রে মাছ খালাস করিবে;

(৪) মৎস্য ধরিবার যন্ত্রপাতি যেমন; জাল ও জালের ফাঁস (মেস সাইজ) এবং সংখ্যা ইত্যাদি-

(ক) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সকল মৎস্য নৌযান নিম্নলিখিত মাপের ফাঁস যুক্ত জাল ও সংখ্যা ব্যবহার করিবে:-

(i) চিংড়ি ট্রলারের জালের সর্বনিম্ন ফাঁস হইবে ৪৫ মি.মি. এবং জালের সংখ্যা হইবে অনধিক ০৫ (পাঁচ)টি;

(ii) মৎস্য ট্রলারের জালের সর্বনিম্ন ফাঁস হইবে ৬০ মি.মি. এবং প্রত্যেক ট্রলারে জালের সংখ্যা অনধিক হইবে ০৩ (তিন) টি;

(iv) বড় ভাসান জাল এর ফাঁস হইবে সর্বনিম্ন ২০০ মি.মি., প্রত্যেক যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে জালের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য হইবে ২৫০০ মিটার এবং প্রস্থ অনধিক ৩০ মিটার;

(v) ভাসান জাল এর ফাঁস হইবে সর্বনিম্ন ১০০ মি.মি., প্রত্যেক যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে জালের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য হইবে ২৫০০ মিটার এবং প্রস্থ সর্বোচ্চ ২০ মিটার;

(vi) বেহুন্দী জালের সর্বনিম্ন ফাঁস হইবে ৪৫ মি.মি. এবং প্রত্যেক যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে জালের সংখ্যা অনধিক ০৬ (ছয়) টি;

(খ) সকল প্রকার জালের ফাঁস এর পরিমাপ নির্ধারিত হইবে inside the knots (খোলা অংশের কৌনিক দুরত্ব);

(গ) জালের cod-endবা ব্যাগের ওপর সর্বনিম্ন ফাঁসের দ্বিগুন ফাঁস এর একটি ব্যাগ কভার সংযোজন করিতে পারিবে এবং উভয় অংশেই তা এক স্তর বিশিষ্ট হইতে হইবে;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীরেকে কোনো মৎস্য নৌযানে SONAR বা সমজাতীয় যন্ত্র সংযোজন করা যাইবে না;

(ঙ) সরকার মৎস্য নৌযানের আকার ও ধারণ ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া উক্ত নৌযানে যে সকল রিফ্রিজারেশন যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে তাঁহা নির্ধারণ করিবেন;

(৫) (ক) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ পালন করিতে হইবে;

(খ) বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি অবশ্যই পালন করিতে হইবে;

(৬) **লাইসেন্স ও অন্যান্য নথি নৌযানে সংরক্ষণ** । সকল মৎস্য নৌযান মৎস্য আহরণে নিয়োজিত থাকাকালিন সময়ে লাইসেন্সের মূল কপি, মৎস্য আহরণের অনুমতিপত্র, নৌ বাণিজ্য দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত সার্টিফিকেটের মূল কপি থাকিতে হইবে;

(৭) মৎস্য নৌযান সনাক্তকরণ চিহ্ন-

(i) প্রত্যেক বানিজ্যিক মৎস্যট্রলারের নামের পূর্বে এফ.ভি./FV (Fishing Vessel) উজ্জ্বল আলো প্রতিফলনকারী (Retroreflective) রং দ্বারা নৌযানের সামনের দিকে বামপাশে বাংলায় ও ডানপাশে ইংরেজীতে লিখিতে হইবে এবং যান্ত্রিক ও আর্টিসেনাল মৎস্য নৌযানের নামের পূর্বে এফ.বি/ FB (Fishing Boat) খোদাই করে দৃশ্যমান আকারে নৌযানের সামনের দিকে বামপাশে বাংলায় এবং ডানপাশে ইংরেজীতে লিখিত হইবে; মিডওয়াটারট্রলারের ব্রীজ রুমের বাহিরে দৃশ্যমান (MW), চিংড়িট্রলারে (SH) এবং মৎস্যট্রলারে (FH) লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে;

(ii) সকল মৎস্য নৌযান প্রদত্ত সণাক্তকরন চিহ্ন এমনভাবে প্রদর্শন করিবে যাহাতে উহা সহজেই দৃশ্যমান হয়;

(iii) প্রত্যেক যান্ত্রিক এবং বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের ধরন অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রং থাকিতে হইবে;

(iv) প্রতিটি মৎস্য নৌযানে বাংলাদেশের পতাকা এমনভাবে বহন করিতে হইবে যাহাতে যেকোন প্রান্ত হতে তাহা দৃশ্যমান হয়;

(v) নৌযান সনাক্তকরণের প্রয়োজনে অন্য কোন প্রকার চিহ্ন বা ইলেক্ট্রনিক বা রেডিও ট্যাগ সংযোজন করিবার প্রয়োজন হইলে সরকার নির্দেশিত চিহ্ন বা ট্যাগ নৌযানে বহন করিতে হইবে;

(৮) নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষেত্র । -

(i) সামুদ্রিক মৎস্য সার্ভেইল্যান্স চেক পোষ্টে কর্তব্যরত কর্মকর্তার সংকেতের প্রতি প্রত্যেক মৎস্য নৌযানকে অবশ্যই সাড়া দিতে হইবে;

(ii) প্রত্যেক মৎস্য নৌযান "ইন্টারন্যাশনাল রেগুলেশান্স ফর প্রিভেন্টিং কলিশন অ্যাট সী ১৯৭২ (COLREGs)" এর বিধি ২৬ (ফিশিং ভেসেল্স) এ বর্ণিত সিগন্যালসমূহ প্রদর্শন করিবে এবং মৎস্য নৌযানের জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানাবলী পালন করিবে;

(iii) চিংড়িট্রলারে জালের সাথে Turtle Extruder Device (TED) সংযুক্ত থাকিতে হইবে;

(iv) সামুদ্রিকস্তন্যপ্রায়ী বা বৃহৎ প্রানী (Marine Mammal ev Marine Mega Fauna) যেমন হাঙ্গর, রে, ডলফিন, পরপয়েস/শুশুক, তিমি, ইত্যাদি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রাসঙ্গিক আর্ন্তজাতিক, আঞ্চলিক বা দেশীয় আইন, বিধি ও চুক্তি অবশ্যই পালন করিতে হইবে;

(v) নষ্ট, অব্যবহৃত বা পুরাতন জাল ও সরঞ্জাম বা প্লাস্টিক বা প্লাস্টিক জাতীয় কোন বস্তু সমুদ্রে নিক্ষেপ (discard) করা যাইবে না, প্রাসঙ্গিক আর্ন্তজাতিক, আঞ্চলিক বা দেশীয় আইন, বিধি ও চুক্তি অনুযায়ী তা বিনষ্ট করিতে হইবে;

১৩। বিদেশি মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অতিরিক্ত শর্তাবলী ।- বিদেশি মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ধারা ১৫ (২) মোতাবেক বিধি ১১ তে উল্লিখিত শর্তাবলীর অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে; যথাঃ-

(১) বিদেশি মৎস্য নৌযানের মালিক একজন স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়োগ ও লালন করিবেন যিনি বাংলাদেশে বসবাসরত একজন ব্যক্তি হইবেন এবং বাংলাদেশে তাহার স্থায়ী অফিস বা জীবন যাত্রা থাকিবে এবং তিনি নৌযান কর্তৃক মৎস্য শিকার অভিযান সম্পর্কে মালিকের পক্ষে আইনগত ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য এবং নৌযান কর্তৃক মৎস্য শিকার অভিযান বা প্রসঙ্গিক কার্যাবলী হইতে উদ্ভূত মামলা-মোকদ্দমায় মালিকের পক্ষে নোটিশ, সমন বা অন্য কোন দলিল গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন;

(২) পরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত হইলে নৌযানের মালিক বা স্থানীয় প্রতিনিধি লাইসেন্সের অধীন দায়-দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য পরিচালকের নিকট সন্তোষজনক অংকের এবং ফর্মের একটি বন্ড সম্পাদন করিবেন;

(৩) স্কিপার বা স্থানীয় প্রতিনিধি পরিচালক বরাবর মৎস্য নৌযানের বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশ করার আনুমানিক সময় এবং এলাকার নাম জানাইয়া কমপক্ষে প্রবেশের ২৪ ঘন্টা পূর্বে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং একই সাথে পরিচালককে অবহিত করিবেন-

(ক) আনুমানিক মৎস্য আহরণ পরিকল্পনা অথবা কার্যাবলীর তপশিল যাহা লাইসেন্সের অধীনে পরিচালিত হইবে;

(খ) প্রাথমিক পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে নৌযানের চট্টগ্রাম বা খুলনায় আগমনের তারিখ;

(৪) বাংলাদেশের মৎস্য জলাশয়ে প্রবেশের পর মৎস্য নৌযানটি সরাসরি এবং অনতিবিলম্বে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রারম্ভিক পরিদর্শনের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন হইবে সেই সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত এলাকায় মৎস্য অথবা প্রাসঙ্গিক কার্য্যাবলী সম্পাদনের জন্য নৌযানটিকে ব্যবহার করা যাইবে না;

(৫) এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে মৎস্যের স্থানান্তর অবশ্যই একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রাম অথবা খুলনায় হইতে হইবে, যদি না লাইসেন্সে ভিন্নরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয়;

(৬) লাইসেন্সের শর্ত মোতাবেক প্রয়োজন হইলে স্কিপার প্রতি সপ্তাহে রেডিও রিপোর্ট পরিচালক অথবা উক্ত রিপোর্ট গ্রহণে পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত রিপোর্টে নিম্নরূপ তথ্যাবলী থাকিবে, যথা:-

(ক) মৎস্য আহরণকারী নৌযানের নাম;

(খ) লাইসেন্স নম্বর;

(গ) দৈর্ঘ্য ও বিস্তার উল্লেখ পূর্বক মৎস্য নৌযানের সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক অবস্থান,

(ঘ) বাংলাদেশ মৎস্য জলাশয়ে ধৃত প্রত্যেক প্রজাতির মাছের পরিমাণ (কিলোগ্রাম),

(ঙ) সর্বশেষ রিপোর্ট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক সর্বশেষ পরিদর্শন হইতে ধৃত মাছের পরিমাণ (কিলোগ্রাম),

(চ) সর্বশেষ রিপোর্ট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক সর্বশেষ পরিদর্শন হইতে যে পরিমাণ প্রত্যেক প্রজাতির মাছ (কিলোগ্রাম) অন্য নৌযানে স্থানান্তর করা হইয়াছে- যদি অনুরূপ স্থানান্তর অনুমোদিত হয়,

(৭) যে কোন সময় পরিচালক বা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হইলে স্কিপার পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন বাংলাদেশী বন্দরে মৎস্য নৌযানটি পরিদর্শনের জন্য আনিবেন;

(৮) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় থাকা অবস্থায় মৎস্য নৌযানে সারাক্ষণ বাংলাদেশের পতাকা উড়াইতে হইবে;

(৯) স্কিপার মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত অভজারভার বা অভজারভারগণকে তাহার বা তাহাদের দায়িত্ব পালনে পূর্ণ সহযোগিতা দিবেন;

(১০) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলাশয়ে থাকা অবস্থায় স্কিপার সকল সময়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী পালন করিবেন এবং পরিদর্শন কার্যে সহায়তা প্রদান করিবেন ।

(১১) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলাশয়ে থাকা অবস্থায় সকল সময়ে বিদেশি মৎস্য নৌযানে লাইসেন্সে উল্লিখিত চলাচল এবং বিধি ৭ (১) অনুযায়ী অবস্থান নির্ধারক যন্ত্রপাতি রাখিতে হইবে;

(১২) নৌযানের স্কিপার বা স্থানীয় প্রতিনিধি বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমা ত্যাগের কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টার পূর্বে মৎস্য নৌযানের বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমা ত্যাগের সম্ভাব্য সময় ও স্থান উল্লেখ পূর্বক পরিচালক বা তাহার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নোটিশ প্রদান করিবেন এবং একই সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী সম্পর্কে নোটিশ দিবেন-

(ক) চূড়ান্ত পরিদর্শনের জন্য নৌযানটির চট্টগ্রাম বা খুলনায় উপস্থিতির কাংখিত তারিখ;

(খ) নৌযানে রক্ষিত মাছের প্রজাতি এবং প্রত্যেক প্রজাতির পরিমাণ ও অবস্থা;

(১৩) বিদেশি মৎস্য নৌযান, বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমা ত্যাগের পূর্বে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক চূড়ান্ত পরিদর্শনের জন্য পরিচালক বা তাঁহার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে যাত্রা করিবে;

(১৪) চূড়ান্ত পরিদর্শনের পর মৎস্য শিকারী নৌযানটি সরাসরি বাংলাদেশ জলসীমা ত্যাগ করিবে এবং মৎস্য শিকার বা তদসম্পর্কিত কাজে নৌযানটিকে আর ব্যবহার করা যাইবে না;

(১৫) অত্র বিধি মোতাবেক যে সকল রেকর্ড, প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞপ্তি রক্ষণ, প্রস্তুতবা ইস্যু করা আবশ্যক, সেই সকল রেকর্ড, প্রতিবেদন বা বিজ্ঞপ্তি ইংরেজী ভাষায় রক্ষণ, প্রস্তুত বা ইস্যু করিতে হইবে;

(১৬) বিদেশি মৎস্য নৌযান বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলাশয়ে অবস্থারত অপর কোন লাইসেন্সধারী নৌযান এবং কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের সাথে রেডিও, ফ্লাগ বা লাইট দ্বারা যোগাযোগ করা কালে "ইন্টারন্যাশনাল রেগুলেশান্স ফর প্রিভেন্টিং কলিশন অ্যাট সী ১৯৭২ (COLREGs)" এর বিধি ২৬ (ফিশিং ভেসেল্স) এ বর্ণিত সিগন্যালসমূহ প্রদর্শন করিবে এবং মৎস্য নৌযানের জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানাবলী পালন করিবে;

১৪ । **বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় বিদেশি মৎস্য নৌযানের প্রবেশে বাধা-নিষেধ** । - লাইসেন্স ব্যতিত কোন বিদেশি মৎস্য নৌযান বাংলাদেশে ধারা ২৩ (২) মোতাবেক প্রবেশ করিলে ধারা ২৩ (৪) মোতাবেক তপশিল ১ এ বর্ণিত ফরম ১৯ অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বা ক্ষেত্রমত, পরিচালক বরাবরে প্রবেশের কারণসহ অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে মৎস্য নৌযানের অবস্থান উল্লেখ করিয়া আগমনী বার্তা প্রেরণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন শেষে বন্দর ত্যাগের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর হতে অনাপত্তি সনদ গ্রহণপূর্বক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বা ক্ষেত্রমত, পরিচালককে অবহিত করিতে হইবে ।

১৫ । **সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র ও আগমনী বার্তা ইত্যাদি** । -

(১) (ক) লাইসেন্স প্রাপ্ত বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের মালিক বা সংস্থা বা তাহাদের প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্যাডে তপশিল-৩ (৪) (ক) এ বর্ণিত নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-৯ অনুযায়ী পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর বরাবরে সমুদ্র যাত্রার অনুমতির জন্য আবেদন করিতে হইবে;

(খ) বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের ক্ষেত্রে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ববর্তী সমুদ্রযাত্রার ডেইলি ফিশিং লগ (তপশিল-১, ফরম-১০), ডেলিভারি শিট, মৎস্য আহরণ ফি ও নৌযানের জনবলের তালিকা দাখিল করিতে হইবে;

(গ) আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করার পর আবেদন বিবেচিত হইলে বানিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের অনুকূলে পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর বা ক্ষেত্র বিশেষে পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমুদ্র যাত্রার অনুমতি পত্র প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে তপশিল-৩ (৪) (খ) এ বর্ণিত নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-৯ অনুযায়ী পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর নিকট আবেদনের সাথে পূর্ববর্তী সমুদ্রযাত্রায় আহরিত মাছের তথ্য, মৎস্য আহরন ফি ও নৌযানের জনবলের তালিকা দাখিল করিতে হইবে;

(ঙ) আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করার পর আবেদন বিবেচিত হইলে যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের অনুকূলে পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমুদ্র যাত্রার অনুমতি পত্র প্রদান করিবে;

(চ) পরিচালক প্রয়োজনবোধে আবেদনের তথ্য যাচাইয়ের জন্য বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানে তাহার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পরিদর্শন টিম দ্বারা প্রাক-পরিদর্শন করিতে পারিবে, পরিদর্শন টিম তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-১০ অনুসারে পরিচালক বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করিবে; পরিচালক দাখিলকৃত নথিপত্র ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী সমুদ্র যাত্রার অনুমতি পত্র প্রদান করিবে অথবা অনুমতি পত্র না দেওয়ার পত্র জারি করিতে পারিবে;

(ছ) মৎস্য আহরণে প্রতিবার সমুদ্রযাত্রার সর্বোচ্চ মেয়াদ হইবে (i) ফ্রিজার ট্রলারের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিন, (ii) নন-ফ্রিজার/আইস ট্রলারের ক্ষেত্রে ১৩ (তের) দিন, (iii) যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) দিন;

(২) (ক) মৎস্য নৌযান তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-১১ অনুযায়ী আগমনী বার্তা দাখিলের পর নির্ধারিত বন্দরে বা অবতরণ কেন্দ্রে মৎস্য নৌযানটি প্রত্যাবর্তনের পর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নৌযানের মৎস্য আহরণের সরঞ্জামাদি, জনবলের তালিকা, জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামাদি, আহরিত মাছের তথ্য, স্ট্যাকিং শীট (প্রত্যেক ফিস হোল্ডে মজুদকৃত মাছের অবস্থান ও পরিমানগত তথ্যের লিপিবদ্ধ শীট) ইত্যাদি যাচাই বাচাই করিতে পারিবে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে মৎস্য খালাস করিবে; ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তপশিল ১ এ বর্ণিত ফরম-১২ অনুযায়ী ক্যাচ বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক উহাতে স্বীয় স্বাক্ষর ও সীল প্রদানকরতঃ নৌযান মালিক বা স্কীপার বা তাঁহার প্রতিনিধিকে প্রদান করিবেন এবং উহার অনুলিপি পরিচালককে প্রেরণ করিবেন;

(খ) সকাল ৬.০০ টা হতে বিকাল ৭.০০ ঘটিকা পর্যন্ত বানিজ্যিক মৎস্য ট্রলারের মৎস্য অবতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে । তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিচালকের পূর্বানুমতি স্বাপেক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে রাতের বেলা মৎস্য অবতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে;

(গ) আহরিত মৎস্য খালাসের পর এবং সমুদ্র যাত্রার অনুমতি পত্রের মেয়াদ শেষে সমুদ্র যাত্রার অনুমতি পত্রের কার্যকারিতা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী সমুদ্র যাত্রার আবেদন করিতে পারিবে;

(ঘ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সমুদ্র যাত্রার অনুমতি পত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে বন্দরে আগমনের প্রয়োজন দেখা দিলে বন্দরে প্রত্যাবর্তনের অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে মৎস্য নৌযানের অবস্থান উল্লেখ করিয়া পরিচালক বরাবরে আগমনী বার্তা প্রেরণ করিতে হইবে এবং আহরিত মৎস্য খালাশ না করিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা যান্ত্রিক ত্রুটির মেরামত শেষে অবশিষ্ট দিনের জন্য পুনরায় সমুদ্র যাত্রা করিতে পারিবে । তবে উল্লেখ্য যে, মৎস্য খালাস করিতে চাহিলে ধারা ১৬(৪) অনুসরণ পূর্বক মৎস্য খালাস করিতে হইবে এবং উপবিধি ১৩(৩) (গ) অনুযায়ী সমুদ্র যাত্রা শেষ হইবে ।

১৬ । **আহরিত/ধৃত মৎস্য সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ** । - সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমুদ্র যাত্রা শেষে আহরণকৃত মৎস্য সংক্রান্ত বিবরণী এবং বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-১৩ অনুযায়ী উহার অনুলিপি পরিচালক বরাবরে দাখিল করিবে ।

১৭ । **স্থানীয় মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম** । - পরিচালক সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন ২০২০ এর ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (ছ) তে বর্ণিত শর্তের আওতায় স্থানীয় মৎস্য নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন, যদি

(১) কোন যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক তপশিলে বর্ণিত নমুনা (তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-১৪) ও অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত তৈরি করা হয়;

(২) কোন নৌযান স্বীকৃত আর্ন্তজাতিক সংস্থা বা আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা কর্তৃক অবৈধ, অনুল্লিখিত এবং অনিয়ন্ত্রিত (Illegal, Unreported and Unregulated) এর তালিকা ভূক্ত হয় ।

১৮। **আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতি পত্র** ।- (১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আর্টিসানাল নৌযানের নেট টনেজ নির্ধারণ করিবে;

(২) তপশিল-৩ (৫) এ বর্ণিত নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-১৫ অনুযায়ী আর্টিসানাল নৌযানের মৎস্য আহরণের অনুমতি পত্রের জন্য পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবে;

(৩) পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আর্টিসানাল নৌযান এর অনুকূলে তপশিল-১ এ বর্ণিত ফরম-১৬ অনুযায়ী মৎস্য আহরণের অনুমতি পত্র ইস্যু করিবে; আর্টিসানাল নৌযানের মৎস্য আহরণের অনুমতি পত্রের মেয়াদ হইবে ইস্যু/নবায়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর;

(৪) আর্টিসানাল নৌযানের মৎস্য আহরণের অনুমতি পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ দিন পূর্বে উপ-বিধি (২) অনুসরণপূর্বক আবেদন দাখিল করিতে হইবে;

(৫) আর্টিসানাল নৌযানের মালিক আহরিত মৎস্যের তথ্য সংরক্ষণ করিবেন এবং পরিদর্শনকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় মৎস্য দপ্তরের চাহিদা মাফিক আহরিত মৎস্যের তথ্য প্রদান/ প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন ।

১৯। **নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি** ।- মৎস্য আহরণের জন্য নিষিদ্ধ জাল, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি হইবে-

(১) বিধি ১২ (১) (ঘ) এ বর্ণিত নির্ধারিত মাপের ফাঁসের চেয়ে কম ফাঁস বিশিষ্ট জাল দ্বারা মৎস্য আহরণ;

(২) লাইসেন্সে বর্ণিত মৎস্য আহরণের নির্ধারিত পদ্ধতি এবং সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি ব্যতিত মৎস্য আহরণ;

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) তে বর্ণিত জাল বা যন্ত্রপাতি দখলে বা মৎস্য নৌযানে রাখা ।

২০। **নৌ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা** ।- (১) ধারা ১৮ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, নৌ বা জাহাজ চলাচলের স্বীকৃত নৌপথ ব্যতিতও, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময়, বাণিজ্যিক ট্রলারে ক্ষেত্রে মৎস্য আহরণের নিমিত্ত দেশের মৎস্য বন্দর হতে ৪০ মিটার গভীরতার বাহিরে অথবা জিওফেন্স এর অধিক গভীরতায় যাওয়ার জন্য স্বীকৃত নৌপথ অথবা চলাচল পথ ঘোষণা করিতে পারিবে;

(২) উপ-বিধি (১) এ ঘোষিত স্বীকৃত নৌপথ অথবা চলাচল পথে কোন মৎস্য নৌযান, খুঁটি, গিয়ার বা মৎস্য আহরণের সরঞ্জামের সাহায্যে মৎস্য আহরণ করিয়া বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না ।

২১। **সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা** ।-

(১) বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমার অভ্যন্তরে তপশিল-২ এ বর্ণিত এলাকা বা এলাকাসমূহকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত (Protected) এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হইল ।

(২) ঘোষিত সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা কিভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে তা সরকার নির্দিষ্ট করিবে এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (MPA Management Plan) প্রণয়ন করিবে ।

২২। **বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্য, মৎস্য নৌযান, সরঞ্জাম, ইত্যাদি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিলাম কমিটি গঠন** ।- (১) এ আইনে উল্লিখিত প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ বা ধারা ২৫ (৫) অনুসারে বাজেয়াপ্ত মৎস্য নৌযান, মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম এবং আহরিত মৎস্য বা ধারা ৩৯ অনুসারে বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্য নৌযান, ইত্যাদি নিষ্পত্তি বা ধারা ৪১ অনুসারে আটককৃত মৎস্য ও অন্যান্য পচনশীল দ্রব্য নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক বা পরিচালক কর্তৃক বাজার মূল্য নির্ধারণ ও নিলাম কমিটি গঠন করা যাইবে;

(২) মহাপরিচালক বা পরিচালক বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক বা বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অন্য সংস্থার একজন কর্মকর্তা ও বিভাগ/জেলা/উপজেলা মৎস্য দপ্তরের একজন কর্মকর্তাসহ মোট ০৩ (তিন) তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বাজার মূল্য নির্ধারণ ও নিলাম কমিটি গঠন করিতে পারিবেন;

(৩) কমিটি অপরাধ সংঘটিত এলাকার সংশ্লিষ্ট বাজার যাচাই পূর্বক বাজার মূল্য নির্ধারণ করিয়া লিখিতভাবে উপস্থাপন করিবেন (ঘ) কমিটি বাজেয়াপ্তকৃত মাছ নিলাম করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ নির্ধারিত খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবেন;

(৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাঁহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন, চালানের কপি এবং এ সংক্রান্ত সকল নথিপত্র পরিচালক (সামুদ্রিক) এর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এক কপি সংরক্ষণ করিবে;

২৩। **ফি আদায়** ।- (১) তপশিল-৩ (৩) এ বর্ণিত হারে নৌযানসমূহের ফিশিং লাইসেন্স ফি/নবায়ন ফি পরিশোধ করিতে হইবে;

(২) লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ দিন পূর্বে আবেদন দাখিল করিতে হইবে। লাইসেন্স নবায়নের মেয়াদ শেষে বাণিজ্যিক ট্রলারের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ২০০ টাকা হারে এবং যান্ত্রিক মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে প্রতিদিন ২০ টাকা হারে বিলম্ব ফি পরিশোধ করতে হবে;

(৩) উপবিধি (১) অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত মৎস্য নৌযানসমূহের মালিকানা পরিবর্তন, নাম পরিবর্তন ও সমুদ্রযাত্রার অনুমতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তপশিল-৩ (৪) এ বর্ণিত নির্ধারিত ফি প্রদান করিবে।

***